Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৬ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

31 December 2024

## আলোকিত বাংলাদেশ

### ঢাবি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

# দূষণমুক্ত মডেল ক্যাম্পাস বিনির্মাণের কার্যক্রম শুরু

আলোকিত ডেস্ক

'গ্রিন ক্যাম্পাস ক্লিন ক্যাম্পাস' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কল্যাণমুখী কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬৪ জন শিক্ষার্থীকে 'পেইড ভলান্টিয়ার' হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে দূষণমুক্ত মডেল ক্যাম্পাস বিনির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম গতকাল সোমবার মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সভাপতি কর্নেল (অব.) মো. জাকারিয়া হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সহ-সভাপতি মোহাম্মদ রাফিদ হোসেন, মেজর মো. গোলাম মওলা এবং ডিএমপি রমনা ট্রাফিক জোনের সি-নিয়র এএসপি শাকিল। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে একটি বৃহত্তম প্ল্যাটফর্মে সবার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, প্রক্টরিয়াল টিম, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে 'গ্রিন ক্যাম্পাস ক্লিন ক্যাম্পাস' কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপাচার্য বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের মমতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সহনশীল আচরণ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

## দৈনিক বর্তমান

# ঢাবি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দূষণমুক্ত মডেল ক্যাম্পাস বিনির্মাণের কার্যক্রম শুরু

ঢাবি প্রতিনিধি

'গ্রিন ক্যাম্পাস ক্লিন ক্যাম্পাস' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কল্যাণমুখী কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬৪ জন শিক্ষার্থীকে 'পেইড ভলান্টিয়ার' হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# ঢাবি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে

শিক্ষার্থীদের নিয়ে দূষণমুক্ত মডেল ক্যাম্পাস বিনির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম সোমবার মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সভাপতি কর্নেল (অবঃ) মো. জাকারিয়া হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সহ-সভাপতি মোহাম্মদ রাফিদ হোসেন, মেজর মো. গোলাম মওলা এবং ডিএমপি রমনা ট্রাফিক জোনের সিনিয়র এএসপি শাকিল।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে একটি বৃহত্তম প্ল্যাটফর্মে সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, প্রক্টরিয়াল টিম, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে 'গ্রিন ক্যাম্পাস ক্লিন ক্যাম্পাস' কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের মমতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সহনশীল আচরণ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রিন, ক্লিন ও দূষণমুক্ত একটি মডেল ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারক-এর আওতায় গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬৪ জন শিক্ষার্থী সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চারটি শিফটে পার্ট টাইম কাজ করবেন। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বৃক্ষরোপণ ও গাছগাছালির পরিচর্যা করা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজে দায়িত্ব পালন করবেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৬ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

31 December 2024

# The Country Today

## Pollution-free model campus construction programme begins with DU students

**DU Correspondent**

Under the 'Green Campus Clean Campus' programme, 64 students from different departments of the university were appointed as 'paid volunteers' for various welfare-oriented works at Dhaka University. They were appointed in collaboration with the non-profit organization Green Future Foundation Bangladesh.

The program to build a pollution-free model campus has started with the appointed students. The orientation program for these students was held on Monday at the auditorium of the Department of Soil, Water and Environment. Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the program. The program was presided over by the President of Green Future Foundation Bangladesh, Continued to page 2

## Pollution-free model

Colonel (Retd) Md. Zakaria Hossain, and the Dean of the Faculty of Biology of the university, Professor Dr. Md. Akhtar Hossain Khan, Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmed, and Director of the Arbori Culture Center, Professor Dr. Mohammad Jasim Uddin was present as a special guest. Among others, the program was addressed by Mohammad Rafid Hossain, Vice President of Green Future Foundation Bangladesh, Major Md. Golam Maula and Senior ASP of DMP Ramna Traffic Zone Shakil.

Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan said that everyone needs to work together on a larger platform for the protection and development of the university's environment. For this purpose, the 'Green Campus Clean Campus' program is being conducted in collaboration with various organizations including university students, proctorial team, Green Future Foundation Bangladesh. The Vice-Chancellor said that people from all walks of life have compassion for Dhaka University.

It is mentionable that a Memorandum of Understanding was recently signed between Dhaka University and Green Future Foundation Bangladesh with the aim of developing Dhaka University as a green, clean and pollution-free model campus.

# The Country Today

## DU Pali and Buddhist Studies Depat freshers, farewell reception held

**DU Correspondent**

The freshers and Farewell Reception Ceremony of the Pali and Buddhist Studies Department of Dhaka University was held on Monday at the Student-Teacher Center Auditorium.

Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Education) Prof Dr. Mamun Ahmed was present as the chief guest at the event. Chaired by the department chairperson Dr. Neeru Baro, the event was attended by the Dean of the Faculty of Arts Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan as the special guest. Department teachers and Vice Continued to page 2

## DU Pali and Buddhist

Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University Professor Dr. Dilip Kumar Baro, Pro-Vice Chancellor of Rabindra University Professor Dr. Suman Kanti Baro, Professor Dr. Sukomal Baro and Vice-President of Bangladesh Buddhist Culture Promotion Association Dr. Mridul Baroya Chowdhury was felicitated at the event.

Pro-Vice Chancellor (Edn) Prof Dr. Mamun Ahmed extended his warmest greetings to the new students and wished the outgoing students success in their future lives. He said that students should achieve success in their workplaces and work for the welfare of the country and nation by upholding the dignity and image of Dhaka University.

## প্রথম আলো



বণিক বার্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ যৌথভাবে অষ্টমবারের মতো আয়োজন করে নন-ফিকশন বইমেলা। গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। ছবি : প্রথম আলো

# গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মূল্যায়ন ও চর্চা কম হওয়ায় জ্ঞানচর্চায় বড় ঘাটতি

**বইমেলা**

২০২৪-এর নন-ফিকশন মেলার আয়োজনে পুরস্কার পেয়েছে প্রথমা প্রকাশনসহ চারটি প্রকাশনীর বই।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, ঢাকা

গবেষণাহীন প্রবন্ধের বই প্রকাশ, গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের কম মূল্যায়ন ও চর্চা কম হওয়ায় দেশে গঠনমূলক জ্ঞানচর্চায় অনেক বড় ঘাটতি তৈরি হয়েছে। গত ১৫ বছরে জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'জেনোসাইড' (গণহত্যা) ঘটেছে। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার নিয়ে শত শত মানহীন বই বেরিয়েছে। যেসব বই গুরুত্বপূর্ণ বইকে আরও বেশি পিছিয়ে রেখেছে। অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বণিক বার্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা ও অনুষদের যৌথ আয়োজনে অষ্টমবারের মতো আয়োজিত হলো এই বইমেলা। গতকাল সোমবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ মেলার সমাপনী হয় এবারের পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইতিহাস, গবেষণা, আত্মজীবনী—এমন নানা বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে গত ২৮ ডিসেম্বর ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী এ মেলা শুরু হয়।

এ বছর চারটি বইয়ের জন্য এর লেখক ও প্রকাশককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত বছর পর্যন্ত দুটি করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-এর নন ফিকশন মেলার আয়োজনে পুরস্কার পেলেন কথাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত 'সাতচল্লিশের দেশভাগ গান্ধী ও জিন্নাহ' বইয়ের জন্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আদর্শ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ : ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি' বইয়ের জন্য হায়দার আকবর খান রনো (মরণোত্তর), প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্র : ইতিহাস দর্শন রাষ্ট্রনীতি' বইয়ের জন্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এবং মাডর্ন পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতি : মওলানা ভাসানী ও বেহাত বিপ্লব' বইয়ের জন্য লেখক ও প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দীন সাথী।

সমাপনী অনুষ্ঠানে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, নন-ফিকশন বইয়ের বাজার সীমিত নয়। গত পাঁচ বছরে প্রথমা থেকে প্রকাশিত ৫০টি ফিকশন সাহিত্যের চেয়ে দুটি নন-ফিকশন বই অনেক বেশি বিক্রি হয়েছে। এ সময় তিনি ইউপিএল থেকে প্রকাশিত তাঁর নন-ফিকশন বই 'শেয়ারিং গাঙ্গেজ ওয়াটার ইন্দো-বাংলাদেশ ট্রিটিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল-এর প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।

অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, 'আমরা ক্রমাগত ফেসবুক থেকে তথ্য নেওয়া জাতিতে পরিণত হয়েছি। জ্ঞানের রাজ্যে আমাদের জেনোসাইড হয়েছে গত ১৫ বছরে।' তিনি বলেন, এ কে খন্দকারের একটি বক্তব্যের জের ধরে প্রথমা তাঁর বই পুনর্মুদ্রণের সাহস পায়নি কয়েক বছর ধরে। সেখানে এই অভ্যুত্থানের পর জ্ঞানচর্চার উন্মুক্ত সুযোগ তৈরি হয়েছে। সামনে এমন মেলা আরও হোক।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, সব দেশেই জনপ্রিয় বই বেশি বিক্রি হয়। সে তুলনায় যেসব বই মানুষকে ভাবতে শেখায়, তা নিয়ে চর্চা হয় কম।

পুরস্কার পাওয়া লেখকদের বক্তব্যে প্রথমে বক্তব্য দেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে নন ফিকশন বই নিয়ে আলোচনা হয় না। রিভিউ তো হয়ই না।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বই মানুষের চিন্তার অনুশীলনের সহযোগী। নন-ফিকশন ক্রমাগত মূল্যবান হয়ে উঠছে, তা দেখা যাচ্ছে।

সিরাজউদ্দীন সাথী বলেন, মাওলানা ভাসানীর আন্দোলন দেশকে একটি মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিল। সে সুযোগও হাতছাড়া হয়েছে। এরপর তাকে ইতিহাসের বিস্মরণের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে লেখাটা প্রয়োজন ছিল।

অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশে অনেক হতাশার মধ্যে দিয়েও ভালো কাজ হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৬ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

31 December 2024

## সংবাদ

# পুরস্কার দেয়ার সঙ্গে শেষ হলো অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলা

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয়ীদের মাঝে 'নন-ফিকশন সম্মাননা ২০২৪' দেয়া হয় -সংবাদ

প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বণিক বার্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলা গতকাল শেষ হয়েছে। এতে অংশ নেয়া প্রকাশকদের মনোনীত বই থেকে বিজয়ীদের 'নন-ফিকশন গ্রন্থ সম্মাননা ২০২৪' দেয়া হয়।

গত শনিবার ২৮ ডিসেম্বর ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ প্রাঙ্গণে শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী এ মেলার সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসিফ নজরুল বলেন, গত ১৫ বছরে আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে যে অনাচার চলেছে, সেটাকে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের রাজ্যে জেনোসাইড (গণহত্যা) হয়ে গেছে। আমি কিছুদিন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন গ্রন্থকেন্দ্রে গত দুইবছরের ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকায় দেখলাম, সেখানে কেনা বইগুলোর মধ্যে ৯৫ শতাংশ নন-ফিকশন, এবং এ ৯৫ শতাংশের ৯৫ শতাংশই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা কিংবা ওনাদের পরিবারভিত্তিক। এমনকি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ওপরও প্রায় ২০-২৫টা বই আছে। এখানে একটা অনাচার চলেছে, জঘন্য অকথ্যমানের বই কেনা হয়েছে, যেখানে কোনো ধরনের গবেষণা নেই।

আসিফ নজরুল বলেন, অনেক লেখকের বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি উচ্চ আদালতের বিচারক উপন্যাসের ভাষা পরিবর্তন করে দিয়েছেন যে, উপন্যাস এভাবে লেখা যাবে না। উপন্যাস ছাপা হয়ে যাওয়ার পর ভাষা পরিবর্তন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক এ কে খন্দকারের একটা কথাকে কেন্দ্র করে একটা প্রকাশনা ওনার বই পুনঃমুদ্রণের সাহস করেনি ৫-৬ বছর। এই যে অনাচার চলেছে জ্ঞানের রাজ্যে, এটাকে মুক্ত করার একটা অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে আমাদের জুলাই গণঅভ্যুত্থান, ছাত্রনেতা, যুবক, তাদের অভিভাবক ও সর্বস্তরের মানুষেরা।

এবারের মেলাতে দেশের মোট ৩৯টি প্রকাশনা ও গবেষণা সংস্থা অংশ নিয়েছে। অংশ নেয়া প্রকাশকদের মনোনীত বই থেকে বিচারক প্যানেল ২০২৪-এর চারটি নন-ফিকশন বই নির্বাচিত করে 'নন-ফিকশন গ্রন্থ সম্মাননা ২০২৪' প্রদান করা হয়।

সম্মাননা প্রাপ্ত বিজয়ী গ্রন্থ ও লেখকরা হলেন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'সাতচল্লিশের দেশভাগে গান্ধী ও জিন্নাহ': সিরাজ উদ্দিন সাথীর 'বাংলাদেশের বামপন্থি রাজনীতি: মওলানা ভাসানী ও বেহাত বিপ্লব': আবু মুহাম্মদের 'অর্থশাস্ত্র: ইতিহাস দর্শন রাষ্ট্রনীতি' এবং প্রয়াত হায়দার আকবর খান রনো'র 'সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ: ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি'। হায়দার আকবর খান রনো'র পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তার ভাতিজি অনন্যা লাবণী।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বইয়ের এখন মর্যাদা ও আকর্ষণ কমেছে সবই সত্য। কিন্তু এটাও সত্য যে, বই ছাড়া মানুষের চলবে না। বই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ, চর্চা ও অনুশীলনে সহযোগী। আমরা দেখছি,

পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

# পুরস্কার দেয়ার সঙ্গে শেষ হলো

(১২ পৃষ্ঠার পর)

নন-ফিকশন বই ক্রমাগত মূল্যবান হয়ে উঠছে। এখন অনেক বাণিজ্য বেড়েছে। কিন্তু বাণিজ্যের মধ্যে যে মানবিকতার চর্চা দরকার, এই বইয়ের মেলা আমাদের সে কথাটাই মনে করিয়ে দেয়।

আবু মুহাম্মদ বলেন, বণিক বার্তা নন-ফিকশন বইমেলা যেটা করে সেটির গুরুত্ব আমরা দিনে দিনে, বছরের পর বছর আরো বুঝতে পারছি। বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকদের প্রধান অনুপ্রেরণা হচ্ছে পাঠক। পাঠকরা যদি বই না পড়ে তাহলে লেখকদের কোনো উৎসাহ থাকে না। পাঠকদের কাছে পৌঁছানোটা অনেক কঠিন। সরকারেরও কিছু উদ্যোগ নেয়া দরকার। যেমন, জাতীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরিগুলো যেন ঠিকঠাক বই কেনা বা বই প্রচারের যে দায়িত্ব সেটি পালন করা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন সাথী বলেন, এখানে আসতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত। আমার বই 'মওলানা ভাষানি ও বেহাত বিপ্লব' বইটি বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এটি আমার জন্য খুশির বিষয়। আমার এই বইটি লেখা বোধয় স্বার্থক হলো।

তিনি আরও বলেন, আমি মনে করি মওলানা ভাষানীকে জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। তার বিশাল ভূমিকা শৈশব থেকে শুরু করে, বাংলা এবং আসামে জাতীয় পর্যায়ে এমন একটি আন্দোলন নাই যেভাবে মওলানা ভাষানী ছিলেন না। আমি দেখলাম তাকে ইতিহাস থেকে মুছে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে তার নাম মুছে দেয়া হয়েছে, তার নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান থেকে তার নাম মুছে দিয়ে অন্য নামদেয়া হয়েছে। সে কারণে আমি মওলানা ভাষানিকে নিয়ে লিখেছিলাম।

বণিক বার্তার প্রধান প্রতিবেদক মো. বদরুল আলমের সঞ্চালনায় বণিক বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ সূচনা বক্তব্য দেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন মাহমুদ ওসমান ইমাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) মামুন আহমেদ এবং আয়োজনের প্রধান সহযোগী আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিওও কাজী মাহমুদ করিম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা বলেন, ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী আমরা যখন এই বাংলাদেশে আছি, তখন মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চেতনার আলোকে সামনে এরকম আয়োজন আরও হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) মামুন আহমেদ বলেন, এ আয়োজন আরও বিস্তৃতি ঘটালে আমাদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লেখক প্রকাশকদের সম্মিলন ঘটানো যাবে।

বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ বলেন, বইমেলা শুরুর সময় আমরা ভাবিনি যে এটা আট বছর চালিয়ে নিতে পারব। লেখক প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বললে তারা সব সময় বলেন নন ফিকশন বইয়ের পাঠক পাওয়া যায় না, বই বিক্রি হয় না। কিন্তু আমরা যখন শুরু করি তখন আমাদের মনে হয়েছে এটা একটা অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এই সম্ভাবনাময় দেশকে যদি একটা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে একটা বৈশ্বিক জায়গায় অবস্থান করে নিতে পারবে। একটা সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা থেকেই এই আয়োজনের সূত্রপাত।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৬ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

31 December 2024

# বণিক বার্তা

## জ্ঞানের রাজ্যে গত দেড় দশকে রীতিমতো জেনোসাইড হয়েছে

### —ড. আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, 'ক্রমান্বয়ে আমরা ফেসবুকের তথ্যনির্ভর জাতিতে পরিণত হয়েছি। গত ১৫ বছরে আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে যে অনাচার চলেছে, সেটি নিয়ে আমরা বলতে পারি, জ্ঞানের রাজ্যে জেনোসাইড (গণহত্যা) হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের এ অনাচার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ব্যবসায় অনুষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন ড. আসিফ নজরুল। ঢাবি ব্যবসায় অনুষদের সঙ্গে যৌথভাবে মেলাটির আয়োজন করে বণিক বার্তা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের নন-ফিকশন বই আরো অনেক বেশি পড়া দরকার। ক্রমান্বয়ে আমরা ফেসবুকের তথ্যনির্ভর জাতিতে পরিণত হয়েছি। নন-ফিকশন বই না থাকলে আমাদের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে না। গত ১৫ বছরে আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে যে অনাচার চলেছে, সেটি নিয়ে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের রাজ্যে জেনোসাইড (গণহত্যা) হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আমি কিছুদিন আগে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে গ্রন্থ কেন্দ্রে গত দুই বছরের ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা চাইলাম। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কী কী বই রাখে, ঘুরে দেখলাম। আশ্চর্যজনকভাবে দেখলাম, সেখানে কেনা বইগুলোর মধ্যে ৯৫ শতাংশই নন-ফিকশন। আর এ ৯৫ শতাংশের ৯৫ শতাংশই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা বা তাদের পরিবারকে নিয়ে। এমনকি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ওপরও প্রায় ২০-২৫টা বই আছে। এখানে একটা অনাচার চলেছে। জঘন্য অকথ্য মানের বই কেনা হয়েছে, যেখানে কোনো ধরনের গবেষণা নেই।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



# বণিক বার্তা

## ৮ম নন-ফিকশন বইমেলা ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ প্রাঙ্গণে ৮ম নন-ফিকশন বইমেলার শেষ দিনে পাঠকদের ভিড়

ছবি: তাওহীদুজ্জামান তপু

ঢাবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. সায়মা হক বিদিশা

ঢাবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. মামুন আহমেদ

এআইবিএলের ডিএমডি কাজী মাহমুদ করিম

জুরি বোর্ডের সদস্য ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

জুরি বোর্ডের সদস্য ফারুক মঈনউদ্দীন

ক্রেস্ট নিচ্ছেন আদর্শের প্রকাশক মাহাবুব রাহমান

আভার্ন পাবলিকেশনের প্রকাশক সৈয়দ জাকির হোসাইন

ঢাবির বিজনেস স্টাডিজের ডিন ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম

# বণিক বার্তা

নন-ফিকশন গ্রন্থ সম্মাননা ২০২৪ নিচ্ছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

নন-ফিকশন গ্রন্থ সম্মাননা ২০২৪ নিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন সাথী

'অর্থশাস্ত্র : ইতিহাস দর্শন রাষ্ট্রনীতি' গ্রন্থের জন্য সম্মাননা নিচ্ছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

প্রয়াত হায়দার আকবর খান রনোর সম্মাননা নিচ্ছেন তার ভাতিজি অনন্যা লাবনী

মেলায় 'জুলাই অভ্যুত্থানে মুদ্রিত বণিক বার্তা' শীর্ষক প্রদর্শনী দেখছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৬ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

31 December 2024

## বণিক বার্তা

ঢাবি ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ চত্বরে তিন দিনব্যাপী অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলার গতকাল সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

### অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা

# জনমানসকে ক্ষমতাসীনের প্রভাবমুক্ত রাখতে নন-ফিকশনের বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গত দেড় দশকে জ্ঞানের রাজ্যে ব্যাপক অনাচার চলেছে, যা ঘটেছে সেটিকে রীতিমতো জ্ঞানের রাজ্যে জেনোসাইড বলা চলে। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান এ অনাচার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। এখনো নন-ফিকশন বই নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনা খুব কম হয়। গ্রন্থ পর্যালোচনা বলে বাংলাদেশে এখন কিছুই হয় না। যদিও নন-ফিকশন বই ক্রমাগত মূল্যবান হয়ে উঠছে। জাতীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরিগুলো যদি এ ধরনের বই ঠিকঠাক কেনা বা প্রচারের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে ক্ষমতাসীনদের দিয়ে প্রভাবিত হওয়ার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, সেটি থেকে দেশ মুক্ত হবে।

বণিক বার্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে গতকাল অতিথিদের বক্তব্যে এসব কথা উঠে এসেছে। মেলাটি শনিবার শুরু হয়ে গতকাল শেষ হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

এবারের মেলায় দেশের মোট ৩৯টি প্রকাশনা ও গবেষণা সংস্থা অংশ নিয়েছে। অংশ নেয়া প্রকাশকদের মনোনীত বই থেকে বিচারক প্যানেল ২০২৪-এর চারটি নন-ফিকশন বই নির্বাচিত করে 'নন-ফিকশন গ্রন্থ সম্মাননা ২০২৪' প্রদান করা হয় গতকাল সমাপনী অনুষ্ঠানে। চার সদস্যবিশিষ্ট এক জুরি বোর্ড বইগুলোকে নির্বাচন করেন। এ জুরি বোর্ডের প্রধান ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি আবুল কাসেম ফজলুল হক। বোর্ডের অন্য তিন সদস্য ছিলেন অধ্যাপক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, ফারুক মঈনউদ্দীন ও অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম। পেশাগত কাজে রাজধানীর বাইরে থাকায় মারুফুল ইসলাম গতকালের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপক আবুল

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আসিফ নজরুল বলেন, 'আমাদের নন-ফিকশন বই আরো অনেক বেশি পড়া দরকার। ক্রমান্বয়ে আমরা ফেসবুকের তথ্যনির্ভর জাতিতে পরিণত হয়েছি। নন-ফিকশন বই না থাকলে আমাদের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে না। গত ১৫ বছরে আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে যে অনাচার চলেছে, সেটি নিয়ে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের রাজ্যে জেনোসাইড (গণহত্যা) হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে গ্রন্থ কেন্দ্রে গত দুই বছরের ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা চাইলাম। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কী কী বই রাখে, ঘুরে দেখলাম। আশ্চর্যজনকভাবে দেখলাম, সেখানে কেনা বইগুলোর মধ্যে ৯৫ শতাংশই নন-ফিকশন। এবং এই ৯৫ শতাংশের ৯৫ শতাংশই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা বা তাদের পরিবারকে নিয়ে। এমনকি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ওপরও প্রায় ২০-২৫টা বই আছে। এখানে একটা অনাচার চলেছে। জঘন্য অকথ্য মানের বই কেনা হয়েছে, যেখানে কোনো ধরনের গবেষণা নেই।'

# ইনকিলাব

## শেষ হলো নন-ফিকশন বইমেলা

স্টাফ রিপোর্টার : বণিক বার্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী অষ্টম নন-ফিকশন বইমেলা শেষ হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ প্রাঙ্গণে গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী এ মেলার সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আসিফ নজরুল বলেন, আমাদের নন-ফিকশন বই আরো অনেক বেশি পড়া দরকার। ক্রমান্বয়ে আমরা ফেসবুকে তথ্যনির্ভর জাতিতে পরিণত হয়েছি। নন-ফিকশন বই না থাকলে আমাদের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে না। গত ১৫ বছরে আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে যে অনাচার চলেছে, সেটাকে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের রাজ্যে জেনোসাইড (গণহত্যা) হয়ে গেছে। যে অনাচার চলেছে জ্ঞানের রাজ্যে, এটাকে মুক্ত করার একটা অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে আমাদের জুলাই গণঅভ্যুত্থান, ছাত্রনেতা, যুবক, তাদের অভিভাবক ও সর্বস্তরের মানুষেরা। আমরা যেন এটা খুব ভালোমতো ব্যবহার করি। আমাদের এখানে যেন অনেক ভালো মানের গবেষণা ও এ ধরনের বই মেলা হয়, সে আশা রাখি।

এবারের মেলাতে দেশের মোট ৩৯টি প্রকাশনা ও গবেষণা সংস্থা অংশ নিয়েছে। অংশ নেয়া প্রকাশকদের মনোনীত বই থেকে বিচারক প্যানেল ২০২৪-এর চারটি নন-ফিকশন বই নির্বাচিত করে 'নন-ফিকশন গ্রন্থ সম্মাননা ২০২৪' প্রদান করা হয় গতকাল সমাপনি অনুষ্ঠানে। সম্মাননা প্রাপ্ত বিজয়ী গ্রন্থ ও লেখকরা হলেন, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'সাতচল্লিশের দেশভাগে গান্ধী ও জিন্নাহ'; সিরাজ উদ্দিন সাথীর 'বাংলাদেশের বামপন্থি রাজনীতি: মওলানা ভাসানী ও বেহত বিপ্লব'; অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের 'অর্থশাস্ত্র: ইতিহাস দর্শন রাষ্ট্রনীতি' এবং প্রয়াত হায়দার আকবর খান রনো'র 'সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ: ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি'। হায়দার আকবর খান রনো'র পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তার ভাতিজি অনন্যা লাবণী।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, বণিক বার্তা নন-ফিকশন বইমেলা যেটা করে সেটির গুরুত্ব আমরা দিনে দিনে, বছরের পর বছর আরো বুঝতে পারছি। বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকদের প্রধান অনুপ্রেরণা হচ্ছে পাঠক। পাঠকরা যদি বই না পড়ে তাহলে লেখকদের কোনো উৎসাহ থাকে না। লিখতে গেলেও অনেক সমস্যা হয়। পাঠকদের কাছে পৌঁছানোটা অনেক কঠিন। বিশেষ করে নন-ফিকশন বই নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনা খুব কম হয়। রিভিউতো হয়ই না। গ্রন্থ পর্যালোচনা বলে বাংলাদেশে এখন কিছু হয়ই না। সব মিলিয়ে একটা জটিল পরিস্থিতি। এখানে মিডিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যেটি পালন করা দরকার। সরকারেরও কিছু উদ্যোগ নেয়া দরকার।

বণিক বার্তার প্রধান প্রতিবেদক মো. বদরুল আলমের সঞ্চালনায় বণিক বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ সূচনা বক্তব্য দেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং আয়োজনের প্রধান সহযোগী আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিওও কাজী মাহমুদ করিম।

# The Daily Sun

Dhaka University Faculty of Fine Arts (FFA) celebrates the 110th birth anniversary of Shilpacharya Zainul Abedin, the pioneer of modern art and art edu ation in Bangladesh, by hosting a grand three-day festival titled "Zainul Utshab 2024". Berger Paints Bangladesh Limited joins the cultural event as the paint partner. Prof Dr Azharul Islam Sheikh, dean of FFA, and others inaugurate the festival at Dhaka University's Charukala. PHOTO: COURTESY